মেহেরপুরের দুটি মডেল মসজিদের উদ্বোধন আজ

২৭ কোটি টাকা ব্যায়ে মেহেরপুর জেলায় নির্মাণ করা হয়েছে ২টি দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদ। আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদ হবে নামাজ আদায়ের পাশাপাশি গবেষণা, ইসলামি সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার কেন্দ্র। ইতোমধ্যে মেহেরপুর জেলা শহরের কোর্ট এলাকায় একটি ও গাংনী উপজেলা শহরে একটির কাজ শেষ হয়েছে।

আজ সোমবার সকাল দশটার সময় গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি সংযুক্ত থেকে মেহেরপুর জেলার দুটিসহ সারা দেশের ৫০টি মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সাংস্কৃতি কেন্দ্রের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উদ্বোধন উপলক্ষে ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যে সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে।

দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় একটি করে দৃষ্টিনন্দন মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করছেন। সরকার একসঙ্গে ৫৬০টি মসজিদ নির্মাণ করছে। ৪০ শতাংশ জমির উপর জেলায় ৪ তলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৩ তলা মডেল মসজিদ ও ইসলামিক সংস্কৃতি কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে।

জেলা পর্যায়ে ১৫ ও উপজেলা পর্যায়ে প্রায় ১৪ কোটি টাকা ব্যায়ে এসব মডেল মসজিদ নির্মান করা হচ্ছে। প্রতিটা মসজিদে কমবেশি ১ হাজার মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন।

আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত সুবিশাল এসব মডেল মসজিদগুলোতে দ্বীনি দাওয়া কার্যক্রম ও ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাস, যৌতুক, নারীর প্রতি সহিংসতাসহ বিভিন্ন সামাজিক ব্যাধি রোধে সচেতনতা কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে। মডেল মসজিদগুলো শুধু নামাজ পড়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না। এখানে ইসলামী সংস্কৃতি চর্চার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জন ও গবেষণার পাশাপাশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। মডেল মসজিদ গুলো চালু হলে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ার পাশপাশি প্রকৃত ধর্মীয় চার্চার কেন্দ্র গড়ে উঠবে। এদিকে মডেল সমজিদ দেখতে প্রতিদিনই ভিড় করছে দর্শনার্থীরা।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন,মডেল মসজিদ নির্মাণ করায় তারা খুশি।

সামাজিক অবক্ষয় ও অন্যায়-কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করতে মসজিদগুলো সবচেয়ে বেশি অবদান রাখতে পারবে। মডেল মসজিদ চালু হলে মানুষ নামাজ আদায়ের পাশাপাশি বিশুদ্ধ ভাবে আল কোরআন

শরীফ শিখতে পারবে।
পূর্ণ অবদান রাখবে।
গাংনী মডেল মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা ইলিয়াস হোসেন বলেন,দৃষ্টি নন্দন মডেল মসজিদে মুসল্লির সংখ্যা বাড়ার পাশাপাশি সাংস্কৃতির বিকাশ ঘটবে। বেশি বেশি ধর্ম চর্চার সুযোগ পাবে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন ধর্ম মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরিদুল হক খান এমপি। এদিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সফল করতে মেহেরপুর জেলা ও গাংনী উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়েছে। মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ও উপজেলা পরিষদ সভা কক্ষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জনপ্রতিনিধি সরকারি কর্মকর্তা সহ বিভিন্ন শ্রেণীর পেশার মানুষ উপস্থিত থাকবেন।

যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসায় হাফেজ ছাত্রদের পাগড়ী প্রদান

মুজিবনগরে যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার উদ্যোগে ৩৩ তম ওয়াজ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে এই ওয়াজ মাহফিলে অত্র মাদ্রাসার হেফজ বিভাগ থেকে সদ্য পাশ করা ১৭ জন হাফেজ ছাত্রকে দস্তরবন্দী বা পাগড়ী প্রদান করা হয়েছে।

মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৯ টার সময় যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার কর্তিপক্ষের আয়োজনে, মাদ্রাসার প্রাঙ্গনে আয়োজিত ওয়াজ মাহফিলে যতারপুর ইসলামিয়া দারুল উলূম মাদ্রাসার সভাপতি ও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের (সাবেক) সাধারণ সম্পাদক এবং মহাজনপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আমাম হোসেন মিলু এবং ওয়াজ মাহফিলের প্রধান বক্তা মুফতি আবিদ আল আহসান ওয়াজ

মাহফিলে উপস্হিত অসংখ্য মানুষের সামনে পাশ করা সকল হাফেজদের কে পাগড়ী পরিয়ে দেন এবং পকেট কোরআন শরিফ উপহার দেন। সেই সাথে তাদের লজিং মাষ্টার ও অভিভাবকদের কেও পবিত্র কোরআন শরিফ ও ইসলামী বই উপহার প্রদান করেন।

এ সময় উপস্হিত ছিলেন, অত্র মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল খাদেমুল ইসলাম,মহাজনপুর ইউপির ১ নং ওয়ার্ড সদস্য জয়নাল আবেদিন,২নং ওয়ার্ড সদস্য নুরুল ইসলামসহ মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সদস্য, শিক্ষকবৃন্দ।

মুজিবনগরে ঐতিহ্যবাহী সপ্তাহব্যাপী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন

মুজিবনগরে শুভ বড়দিন উপলক্ষে সপ্তাহব্যাপী ঐতিহ্যবাহী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল রবিবার বিকেলে মুজিবনগর উপজেলার বল্লভপুর ফুটবল খেলার মাঠে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন জাতীয় পতাকা উত্তোলন, মশাল প্রজ্বোলন এবং শান্তির প্রতিক পায়রা উড়িয়ে ঐতিহ্যবাহী সপ্তাহব্যাপী খ্রীষ্টিয় আনন্দ মেলার উদ্বোধন করেন। পরে মেলা প্রাঙ্গণে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে রেভা: মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ১ আসনের সংসদ সদস্য ও জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অধ্যাপক ফরহাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানে বিনিময় বিশ্বাস ও লুকহরেন্দ বিশ্বাস এর সঞ্চালনায়, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক,জেলা পুলিশ সুপার রাফিউল আলম, মেহেরপুর জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম,উপজেলা নির্বাহী অফিসার অনিমেষ বিশ্বাস,মুজিবনগর থানা ইনচার্য (ওসি) মেহেদি রাসেল,মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতা, বাগোয়ান ইউপি

চেয়ারম্যান আয়ূব হোসেন, বাগোয়ান ৬ নম্বর ওয়ার্ড সদস্য মি: বাবুল মল্লিক, খ্রিস্টীয় আনন্দ উৎসব কমিটির সম্পাদক মি: মাইকেল তপু বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে দেশাক্তবোধক গান ও রবিন্দ্র সংগীত এর তালে তালে নৃত্য পরিবেশন করেন বল্লভপুর গ্রামের কিশোর কিশোরিরা। অনুষ্ঠানের শুরুতে অতিথিদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়।

মুজিবনগরে যীশু খ্রিষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে বর্ণীল সাজে খ্রিষ্টান পল্লীগুলো

২৫ শে ডিসেম্বর খ্রীষ্টান সম্প্রাদায়ের সবচেয়ে বড় উৎসব শুভবড়দিন, এ দিন জেরুজালেম এর বেথেলহেমে মা মারিয়ার গর্ভে জন্ম নিয়ে ছিল যীশুখ্রিষ্ট।

বড়দিন উপলক্ষে রংবেরং এর বর্ণিল সাজে সেজেছে মুজিবনগর এলাকার খ্রিষ্টান পল্লীগুলো, বিরাজ করছে উৎসবের আমেজ দুরদুরান্ত থেক নাড়ির টানে এলাকায় ফিরছে খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের মানুষ আশেপাশের অন্য সম্প্রাদায়ের মানুষের মাঝেও উৎসবের আমেজ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

খ্রিষ্টান পল্লীর পাড়ার মোড়ে মোড়ে যিশু খ্রিষ্ট বেথেলহেমের যে গোয়াল ঘরে জন্ম গ্রহন করেছিল তার আদলে তৈরি করা হয়েছে গোশালা ।২৪ তারিখ শনিবার দিবাগত রাত থেকে শুরু হবে মূল উৎসব। মুজিবনগর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি খ্রিষ্টান সম্প্রাদায়ের লোক বাস করে বল্লভপুর ও ভবেরপাড়া গ্রামে। বড়দিন উপলক্ষে বাগোয়ান ইউপি সদস্য বল্লভপুর গ্রামের মি: বাবুল মল্লিক জানান বড়দিন উপলক্ষে ডীনারির অন্তরর্গত চার্চ গুলোতে ব্যাপক আয়োজন করা হয়েছে।

শনিবার সন্ধা ছয়টা থেকে গীর্জায় প্রার্থনা, আনন্দ ফুর্তি, নাচ গান এবং গোশালা গুলো উদ্বোধণ করা হবে এবং ২৬ তারিখে থেকে বল্লভপুর খেলার মাঠে ১শত বছরের ঐতিহ্য ৭দিন ব্যাপি আনন্দ মেলা

মেহেরপুরে আজ থেকে তিনদিন ব্যাপি আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আজ বৃহস্পতিবার (১৭ নভেম্বর) তিন দিনব্যাপী তাবলিগ জামাতের আঞ্চলিক ইজতেমা শুরু হয়েছে।

তাবলীগ জামাতের এই ইজতেমাতে পার্শ্ববর্তি চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা ও যশোর থেকেও মুসল্লিরা অংশ নিয়েছেন।
তাবলীগ জামাতের এই আঞ্চলিক এজতেমায় এবার ভারতের দিল্লীর মার্কাজ মসজিদ থেকে ওসামা লস্করের নেতৃত্বে ১০ ও মালেশিয়া থেকে মোহাম্মদ আনাস বিন হামিদুনের নেতৃত্বে ৭ জন মেহমান যোগ দিয়েছেন।

নোয়াখালির লক্ষিপুর থেকে আসা আক্তারুজ্জামান বলেন, আল্লার নৈকট্য অর্জনের জন্যই আমরা এখানে জড়ো হয়েছি। মেহেরপুরের ইজতেমায় যোগ দিতে নোয়াখালি থেকে আমরা এসেছি ১৪ জন মুসল্লি।

ইজতেমায় ঢাকা মিরপুর এলাকা থেকে এসেছেন ৮ জন। মিরপুরের শাহিনুজ্জামান বলেন, আমরা ঢাকার আল মার্কাজ মসজিদ থেকে ৪০ দিনের চিল্লায় এসেছি। এখানে থাকবো তিন দিন। এর পর আল্লার দিনকে তার জমিনে ছড়িয়ে দিতে আবারও চলে যাবো অন্য কোনো খানে।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে তিন দিনব্যাপী ইজতেমায় জোহরের নামাজের পর আম বয়ান শুরু করে তাবলিগ জামাতের আলেমগণ। বিশাল খোলা মাঠে সামিয়ানার নিচে দূর-দূরান্ত থেকে আসা ধর্মপ্রাণ মুসল্লি অবস্থান নিয়েছেন।

বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের ব্যবস্থা, মুসল্লিদের জন্য শৌচাগার, পানির পাম্প ও ট্যাংক স্থাপন করে গোসলখানা বানানো হয়েছে। মাঠে রাতে আলোর জন্য বিপুল পরিমাণ বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা রয়েছে।

মেহেরপুর জেলাসহ আশপাশের বিভিন্ন এলাকা থেকে ইতিমধ্যে প্রায় কয়েক হাজার ধর্মপ্রান মানুষ ইতোমধ্যে মাঠে সমবেত হয়েছেন। এবারে এই আঞ্চলিক ইজতেমায় মুসল্লির সংখ্যা ১০ হাজারে পৌঁছাতে পারে বলে আশা করছেন আয়োজকেরা।

ইজতেমা প্রস্তুতি কমিটির আহবায়ক শরিফুল ইসলাম জানান, ইজতেমায় মেহেরপুর সহ আশেপাশের ৩/৪ টি জেলার মুসল্লিরা অংশ নিচ্ছেন। এবার

৫/১০ হাজার মুসল্লি ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করছেন আয়োজক কমিটি। আগামী শনিবার দুপুরে ইজতেমার শেষ দিনে বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে ইজতেমা শেষ হবে।

এদিকে মেহেরপুরে ইজতেমাকে ঘিরে পুলিশের পক্ষ থেকে একটি উপনিয়ন্ত্রণ রুম স্থাপন করা হয়েছে। পুরো এলাকা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও স্বেচ্ছাসেবীরা নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলেছেন।

র্যাব, পুলিশ, ফায়ার সার্ভিসের সদস্যসহ সাদা পোশাকে তিন স্তরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা রয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ বিভাগ।

কোটচাঁদপুরে সংখ্যালঘু একটি পরিবারকে নির্যাতনের অভিযোগে ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা

কোটচাঁদপুরে ইউপি সদস্য কর্তৃক সংখ্যালঘু পরিবারের উপর হামলা ও শ্লীলতাহানির অভিযোগে ঝিনাইদহ সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মামলা হয়েছে।

গত ১ নভেম্বর কোটচাঁদপুর উপজেলার কাগমারী গ্রামের হালদার পাড়ার মদনের স্ত্রী যশোধা রানী বাদী হয়ে এ মামলা দায়ের করেন। বিজ্ঞ আদালত বাদীর অভিযোগ আমলে নিয়ে ২৮ নভেম্বরের মধ্যে কোটচাঁদপুর মডেল থানার ওসিকে তদন্ত পূর্বক প্রতিবেদন দাখিলের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

মামলার বিবরণে বলা হয় গত ৩১ অক্টোবর সকাল সাড়ে ৯ টার দিকে বলুহর ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড সদস্য সাহাবুল ইসলামের নেতৃত্বে ৪/৫ জন লোক জোটবদ্ধ হয়ে জোর পূর্বক বসত বাড়িতে ঢুকে বাদির স্বামী সাধন কুমার ও তার একমাত্র ছেলে পলাশ কুমারকে মারপিট করে। এ সময় ইউপি সদস্য সাহাবুল তার হাতে থাকা লাঠি দিয়ে এলোপাতাড়ি পিটিয়ে যশোদা রানীকে জখম করে। হামলাকারীরা বাদীর পরনের কাপড়-চোপড় টেনে হেছড়ে

বে-আবরু করে। সে সময় আসামীরা বাদীর গলায় থাকা ১০ আনা ওজনের সোনার চেইন, ঘরে থাকা ১ জোড়া বালা, ১ জোড়া কানের দুল ও ১টি আংটি নিয়ে যায়।

মামলায় অভিযুক্ত ২নং আসামী বাবুল ঘরের বাক্সে থাকা নগদ ৫০ হাজার টাকা বের করে নেয়। এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর যশোদা রানী ইউপি সদস্য সাহাবুলের বিরুদ্ধে আইনগত প্রতিকার চেয়ে ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসক ও কোটচাঁদপুর উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দিয়েছেন।

এ ব্যাপারে যশোদা রানীর সাথে কথা হলে তিনি বলেন, ৩১ অক্টোবর সকালে আমার বিবাহিত মেয়ে পিংকি রানীকে ইউপি সদস্য সাহাবুল মারপিট করে। তাছাড়া এ ইউপি সদস্য দীর্ঘদিন ধরে আমাকে অনৈতিক প্রস্তাব দিয়ে আসছেন। তার প্রস্তাবে রাজী না হওয়ায় আমাকে, আমার স্বামী ও ছেলেকে মারধর করে।

এ ঘটনার পর গত ৩ নভেম্বর রাতের কোন এক সময় সাহাবুল মেম্বারের লোকজন আমার ছেলে পলাশের আলমসাধুর ইঞ্জিনের মবিল চেম্বারে বালি দিয়ে দেয়। পরদিন সকালে আলমসাধু চালু করে কিছুদুর যাওয়ার পর বিকট শব্দ বিস্ফোরণ হয়।

যশোদা রানী বলেন এনজিও থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে এ আলমসাধুটি কেনা হয়েছে। এটি বিকল হওয়ার কারণে এনজিও’র কিস্তির টাকা যোগাড় করা আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

ইউপি সদস্য সাহাবুলের সাথে কথা হলে তিনি বলেন আমি যশোদা রানীকে মারধর কিংবা শ্লীলতাহানি করিনি। তবে যশোদার সহযোগী শফিকুল দালালকে মারধর করেছি। তাছাড়া আমার বিরুদ্ধে যে সমস্ত অভিযোগ করা হয়েছে তা আদৌ সত্য নয়।

আলেম সমাজকে হাদিস ও কোরআনের

সঠিক ব্যাক্ষা তুলে ধরতে হবে - ডিসি মুনসুর আলম খান

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, আলেম সমাজকে হাদিস ও কোরআনের সঠিক ব্যাক্ষা সমাজের মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে। তাই আলেম সমাজকে আগে সময় জ্ঞান ও প্রাসঙ্গিকতা বুঝে এবং সব কিছু সঠিকভাবে জেনে তাদের দায়ীত্ব পালন করতে হবে।

মসজিদ ভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের শিক্ষকদের অংশগ্রহণে আয়োজিত বিশেষ সমন্বয় সভায় সভাপতিত্বের বক্তব্য রাখতে গিয়ে জেলা প্রশাসক এসব কথা বলেন।

বৃহস্পতিবার বেলা ১১ টার সময় মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমী মিলনায়তনে এই বিশেষ সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক আয়োজিত সমন্বয় সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইফা’র মেহেরপুর জেলার উপপরিচালক (ডিডি) আশরাফ আলী।
ইফা’র মাঠ কর্মী আমানুল্লাহ আমানের সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাঠ কর্মী মনিরুল ইসলামসহ অন্যান্যরা।

সভাপতির বক্তব্যে জেলা প্রশাসক আরো বলেন, এই জেলায় ইফার আওতায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী রয়েছে। সঠিকভাবে তাদের ইসলামি জ্ঞান দিয়ে গড়ে তুলতে হবে। এসব শিক্ষার্থীদের দায়ীত্ব পালন করতে হবে ইফার শিক্ষকদেরই।

তিনি বলেন, আমাদের সমাজে অনেকেই ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক ফায়দা লুটতে চাই। সমাজের একজন সচেতন আলেম হিসেবে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। যেনো কেউ ধর্মের অপব্যক্ষা দিয়ে সমাজের মানুষকে জঙ্গিবাদের দিকে নিয়ে যেতে না পারে।

জেলা প্রশাসক বলেন, রাস্ট্রের নাগরিক হিসেবে কিছু দায়ীত্ব সবাইকে পালন করতে হবে। সামাজিক সম্প্রীতি, ধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখতে সব ধর্মের উপর শ্রদ্ধাবান হতে হবে। কোমলমতি শিশুদের অন্য ধর্মের মানুষদের প্রতি শ্রদ্ধাবান করে গড়ে তুলতে আপনাদের কোনো বিকল্প নেই।

তিনি বলেন, পুলিশ বা জেলা প্রশাসন দিয়ে মাদক নির্মুল সম্ভব নয়। তাই মাদক নির্মুলে ইফার শিক্ষককে লড়তে হবে। যারা সমাজে মাদক বিক্রি ও নেশার সাথে জড়িত তাদের চিহিৃত করে আইনের আওতায় আনতে হবে। মাদকের সাথে যারাই জড়িত তাদের সঠিকভাবে চিহিৃত করার জন্য ধর্মীয় নেতাদেরই এগিয়ে আসার আহবান জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক আরো বলেন, সমাজে অনলাইন জুয়া এখন একটি ভয়াবহ ব্যাধিতে পরিণত করেছে। অনলাইন জুয়ার বিরুদ্ধে একটি গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করার জন্য ইসলামিক ফাউন্ডেশনের শিক্ষকদের এগিয়ে আসার আহবান জানান জেলা প্রশাসক। শিশুদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের দিকে লক্ষ রাখতে হবে যেনো তারা ফোনের খারাপ দিকগুলো পরিহার করে ভাল দিকগুলো নিতে পারে।

এই বিশেষ সমন্বয় সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ ও জেলার বিভিন্ন গ্রাম থেকে পুরুষ ও নারী শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। দিনব্যাপি এই বিশেষ সমন্বয় সভায় বিভিন্ন শিক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকরা মনোমুগ্ধকর ইসলামিক সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানের মাধুর্যতা বাড়িয়ে তোলে।

গড়াইটুপিতে শত বছরের পুরনো ঐতিহ্যবাহী শ্রী কাত্যায়নী পূজা

কার্তিক বা কত্যায়নী পূজা হিন্দু বাঙালিদের একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব। এ উৎসব কে ঘিরে চুয়াডাঙ্গায় এবারও পুরনো রীতি অনুসারে শত বছরের ঐতিহ্যবাহী কত্যায়নী পূজা উৎসব মুখর জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে কলাগাছি গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইতিমধ্যেই পূর্জার সকল কাজ সম্পুর্ন শেষে আজ ৩০ অক্টোবর মহাষষ্ঠীর মধ্য দিয়ে আরম্ভ হয়েছে এ পূর্জার আনুষ্ঠানিকতা। ৫ দিনের এ উৎসব আগামী ৩ নভেম্বর দশমী বিসর্জনের মধ্যে দিয়ে শেষ হবে।

এ বিষয়ে গড়াইটুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোহাঃ শফিকুর রহমান রাজু’র সাথে মুঠোফোনে কথা বললে তিনি বলেন,ইউনিয়নের কলাগাছি গ্রামটি খুবই সীমিত মানুষ নিয়ে গঠিত একটি গ্রাম। পুরোনো রীতি অনুসারে এখানে প্রতি বছরের এ দিনটিকে বসবাসরত হিন্দু সম্প্রদায়ের জনগোষ্ঠীর শত বছরেরে পুরনো এ কার্তিক পূজার আয়োজনে করে জাঁকজমকপূর্ণ ভাবে পালন করে আসছেন।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নে ব্যক্তিগত ও জেলা পরিষদের দরজা খোলা – অ্যাড. আব্দুস সালাম

আমি আপনাদের ভাই, সন্তান। আমি সব সময় আপনাদের পাশে থাকতে চাই। জেলা পরিষদের দরজা সব সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের জন্য খোলা।

শক্রবার মেহেরপুর শহরের থানাপাড়া বাইতুল ফাতাহ জামে মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় পূর্বে নব নির্বাচিত মেহেরপুর জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম এসব কথা বলেন।

এসময় থানাপাড়া বাইতুল ফাতাহ জামে মসজিদ কমিটির সাধারণ সম্পাদক মো: মোস্তাকিম, শহর আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি ইমদাদুল হক ডাবু মাষ্টার, মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা হাসানুজজামানসহ মুসল্লিরা উপস্থিত ছিলেন।

জেলা পরিষদের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট আব্দুস সালাম আরো বলেন, মসজিদের সার্বিক উন্নয়নে আমার ব্যক্তিগত এবং জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহযোগীতার আশ্বাস দেন। তিনি বলেন, আমি আপনাদের পাশে থেকে সব সময় সেবা করতে চাই। তিনি সকলের কাছে তার জন্য দোওয়া র্প্রার্থনা করেন।

শৈলকুপায় মা কালী মূর্তি ভাংচুর গ্রেফতার ৩

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় মা কালী মূর্তি ভাংচুর মামলায় ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। উপজেলার বিভিন্ন এলাকা তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃতরা সম্পর্কে চাচাতো ভাই। তবে এখনও পলাতক রয়েছে প্রধান পরিকল্পনাকারী ও ইন্ধনদাতা শৈলকুপা উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস। তার ইন্ধনে গ্রেফতারকৃতরা কালীমূর্তি ভাংচুর করা হয় বলে পুলিশী তদন্তে উঠে এসেছে।

রোববার দুপুরে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে ঝিনাইদহ পুলিশ সুপার আশিকুর রহমান গনমাধ্যমকর্মীদের এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, গত ৬ অক্টোবর রাতে শৈলকুপা উপজেলার ডাউটিয়া গ্রামে শতবছরের পুরোনো কালীমন্দিরের মূর্তি ভাংচুর করা হয়।

এ ঘটনায় পরদিন মন্দির কমিটির সভাপতি সুকুমার মন্ডল বাদী হয়ে শৈলকুপা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। মামলার পর জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন ইউনিট গত ১২ অক্টোবর শৈলকুপার উপজেলার ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের কুশাবাড়ীয়া গ্রাম থেকে এস এম আরব আলীর ছেলে সাবেক ছাত্রলীগ কর্মী আসাদুজ্জামান হিরোকে গ্রেফতার করে। তার স্বীকারোক্তি মোতাবেক চাচাতো ভাই একই গ্রামের আমজাদ হোসেনের ছেলে ইউনিয়ন ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদ ও পাঞ্জাবী আলী খানের ছেলে তুষারকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

জেলা পুলিশেরে প্রেস ব্রিফিংয়ে বলা হয়, গত ৬ অক্টোবর শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক ও ধলহরাচন্দ্র ইউনিয়নের চেয়ারম্যান মতিয়ার রহমানের ছেলে উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি দিনার বিশ্বাস ও জিনারুল গড়াই নদীতে নৌকায় ১৫/১৬ জন যুবতী মেয়ে নিয়ে অশ্লীল নাচ ও জুয়া খেলার আয়োজন করে। খবর পেয়ে পুলিশ সেখান থেকে জুয়া খেলার সরঞ্জাম, সাউন্ডবক্সসহ ২ টি ট্রলার জব্দ করে।

এ ঘটনায় ক্ষুদ্ধ হয় শৈলকুপা উপজেলা আওয়ামী লীগের আহবায়ক